পাঠ সহায়ক উপকরণ

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ

সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম

হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ বিতর্কঃ

হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাসচর্চার মূল্যায়নে অবিরাম পরিবর্তন ঘটার জন্য তার চরিত্রও বারংবার বদলে যায় এবং তারই অভিঘাতে এই সভ্যতার নামকরণেও দেখা যায় নানা বৈচিত্র্য। গবেষণার প্রাথমিক পর্বে এই সভ্যতার অধিকাংশ প্রত্নস্থলই পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যাকায়। তাই একে 'Indus Valley Civilization' বা 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই সভ্যতার পরিচয় যখন সিন্ধু উপত্যকার বাইরেও পাওয়া যায় তখন এর নামকরণেও বদল ঘটে। মার্টিমোর হুইলার সহ বহু প্রত্নতাত্ত্বিক এই সভ্যতার নাম দেন 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'Indus Civilization', বিগত ত্রিশ বা চল্লিশ বছরে ভারত ও পাকিস্তানে এই সভ্যতার আরো বহু সংখ্যক প্রত্নস্থল উদ্ধার হওয়ায় এই সভ্যতার ভৌগোলিক পরিধিও প্রসারিত হয়। বর্তমানে পাকিস্তানের পঞ্জাব, সিন্ধু এলাকা, বালুচিস্তান, ভারতের জম্মু, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, হরিয়ানা, রাজস্থানের উত্তরভাগ ও গুজরাট জুড়ে এই সভ্যতার নিদর্শন এখন সুলভ। স্পষ্টতই এই ভৌগোলিক বিস্তারের আলোকে সভ্যতাটির আরো একটি বিকল্প নামকরণের প্রয়োজনীয়তাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে 'হরপ্পা সভ্যতা' (Harappan Civilization) নামটি উঠে আসে এবং এর পেছনে নানারকম যুক্তিও প্রদান করা হয়। প্রথমত, ইরাবতী (রাভি) নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত হরপ্পা শহরটি প্রাচীনত্ব, কৃষি ও সংস্কৃতির বিচারের সিন্ধু উপত্যকাস্থিত অন্যান্য শহর অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, দ্বিতীয়ত, ভূগর্ভস্থিত খননকার্যের ফলে হরপ্পায় যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলি দেখে মনে হয় নিকটবর্তী অধিবাসীরাও হরপ্পীয়দের অনুকরণ করতো। এই অনুকরণকে সহজেই সংস্কৃতির চিহ্ন বলা যায়, তৃতীয়ত, উৎখনন দ্বারা প্রাপ্ত পুরাবস্তু থেকে প্রমাণ করা যায় যে, হরপ্পায় প্রাপ্তবস্তু মহেঞ্জোদাড়ো বা অন্যান্য অঞ্চলে প্রাপ্তবস্তুর তুলনায় অনেক প্রাচীন। শুধুতাই নয়, অধুনা খননকার্যের মাধ্যমে অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, রফিক মুঘল প্রমাণ করেছেন যে, হরপ্পার সর্বনিম্নতলে একটি প্রাক-হরপ্পা সভ্যতার অবস্থিতি রয়েছে। প্রাক-হরপ্পা সভ্যতার উপস্থিতি নিরবচ্ছিন্নতার কথা প্রমাণ করে যা, অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, প্রত্নতত্ত্বের নিয়মানুসারে, পুরাবস্তু প্রথম কোনো স্থানে পাওয়া গেলে সেই এলাকার সভ্যতার নাম প্রথম স্থানটির নামানুসারে হয়ে থাকে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,

প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম হরপ্পা থেকেই প্রথম এই সভ্যতার কয়েকটি সীলমোহর পান। ১৮৭২-৭৩ সালে তিনি আরো কয়েকবার ওই স্থানটি পরিভ্রমণ করেন এবং বেশ কয়েকটি প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করেন। এর আগেও ১৮২৬ সালে চার্লস ম্যাসন হরপ্পার টিবির কথা পন্ডিতমহলের গোচরে এনেছিলেন। যাই হোক, আরো কয়েক দশক পর দয়ারাম সাহানীর কৃতিত্বে সিন্ধু সভ্যতার যাবতীয় প্রত্নস্থলের মধ্যে হরপ্পাতেই সর্বপ্রথম উৎখনন শুরু হয় এবং উপরোক্ত যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকরা এই সভ্যতার নাম দেন 'হরপ্পা সভ্যতা' বা 'Harappan Civilization'.

'হরপ্পা সভ্যতা' নামকরণ যে সকলেই নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু বলা যাবে না। সাম্প্রতিককালে এই সভ্যতাকে বৈদিক রঙ মাখিয়ে 'সিন্ধু-সরস্বতী' সভ্যতা বলে উল্লেখ করার প্রবণতা লক্ষণীয়। ইরফান হাবিবের মতে, এর মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই, কারণ ছোট একটি মরশুমী নদী 'সরস্বতী' সিন্ধু উপত্যকার বিশাল ক্ষেত্রের অন্তর্গত, কেবলমাত্র এই কারণেই সিন্ধুর সাথে সরস্বতীর দ্বন্দ্ব সমাসের কোনও ভৌগোলিক যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি ঘগ্গর (যার একটি উপনদী সরস্বতী), হাক্রা এবং ছৌতাং-এর মরাখাতের পার্শ্বস্থ এলাকায় তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় লোকালয় থাকা সত্বেও সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে তাদের সংযুক্তির কোনও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ঐ সব নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এবং কৃষিকাজ বিলম্বে শুরু হওয়ায় ঐ লোকালয়গুলি নিশ্চিত রূপে বেশিদিন টিকে ছিল। এতএব ঘগ্গর-হাক্রা উপত্যকা যে, সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চল ছিল কিংবা সিন্ধু সভ্যতার মূলকেন্দ্র ছিল ঐ উপত্যকা এমন কোনও বাস্তব প্রমাণ নেই। তাই এই সভ্যতাকে 'সিন্ধু-সরস্বতী' সভ্যতা বলা অনুচিত বলেই অধ্যাপক হাবিব মনে করেন।